মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd October, 2025

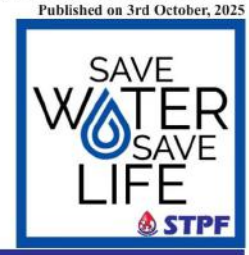

September, 2025 Volume-XI, Issue-VIII 8 Pages, Rs. 2.00 R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

বৃষ্টিতে নাজেহাল শহর, মৃত ১০

জলমগ্ন কলকাতা শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি- গ্রাম-গঞ্জে মোটেই আঁচ পাওয়া যায় নি। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে কলকাতা ও লাগোয়া এলাকা ভাসল জলে। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। এছাড়া বিষ্ণুপুর এবং নরেন্দ্রপুরে আরও দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে থই থই জলে অবরুদ্ধ হল জনজীবন। আবহাওয়া দফতর অবশ্য এই বৃষ্টিকে মেঘভাঙা বলতে নারাজ। বৃষ্টিতে বিদ্যুতের তারের ছোঁয়ায় মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। তবে একই দিনে ৮ জনের মৃত্যুকে ঘিরে উঠেছে নানা প্রশ্ন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রধান রাস্তার ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে গেছে। ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। মেট্রো পরিষেবাতেও ব্যাঘাত ঘটেছে। রাস্তায় যানবাহন একেবারেই অপ্রতুল ছিল। কলকাতা দক্ষিণ থেকে শুরু করে একদম উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজ পর্যন্ত মাঝে ছোট্ট দু'একটি জায়গা বাদ দিলে সমস্ত জায়গা ছিল জল ভর্তি। শহরের নাগরিকেরা বলেছেন, নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া উচিত। অনেকেই আবার মৃত্যুর জন্য সিইএসসি কে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

দুঃখ-যন্ত্রণা উপশমে শারদীয়া উৎসবের বিকল্প অমিল

নিজস্ব প্রতিনিধি- দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য উৎসবই একমাত্র প্রতিষেধক। বাঙালি তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজার ভরা মরশুম এখন শেষের পথে। এই উৎসবের মধ্যে আনন্দ যেমন আছে সঙ্গে অর্থনীতিরও একটা যোগসূত্র রয়েছে। ভারতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। যেমন—হোলি বা দোল উৎসব, রাখি, নবরাত্রি, গুরুপূর্ণিমা, কুম্ভমেলা, শিবরাত্রি, গণেশ চতুর্থী, পোঙ্গল, ওনম এবং ঈদ। এর সঙ্গে দুর্গাপুজা এবং কালীপুজা।

পুজো দেখতে জনপ্লাবন

সারা বছরে দেশে যত লাড্ডু এবং নিমকি বিক্রি হয় তার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ বিক্রি হয় দেওয়ালি এবং দশেরায়। দেওয়ালি, নবরাত্রি ও ঈদে রেকর্ড সংখ্যক মূর্ত্তি, গহনা, ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সারা বছরে যত বিক্রি হয় তার অর্ধেক হয় এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। ২০২২ সালে 'অ্যাসোচেম'-এর একটি রিপোর্ট বলছে, উৎসবের সময় পোষাক পরিচ্ছদ এবং এফএমসিজি প্রোডাক্ট বিক্রি হয় ৫২ শতাংশ। এটা ২০ শতাংশ আয় সৃষ্টি করে। এছাড়া ব্র্যান্ডেড কোম্পানিগুলো ওই বছরে অনলাইনে ব্যবসা করেছিল ৮ লক্ষ কোটি টাকা। কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স সোসাইটির রিপোর্ট (২০২৩) বলছে, উৎসবের সময় অতিরিক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছে। এই রাজ্যে শুধুমাত্র দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিক্রির পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকা। সারা দেশে শুধু রাখি বিক্রি হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং শুধু হোলিতেই মিষ্টি বিক্রি হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা।

এবার রাজ্যে কম বেশি পুজোর বাজার জমে উঠেছে। ২২ সেপ্টেম্বরের পর আচমকা একটু ভিড় বেড়েছে। কারণ জিএসটি কমে যাওয়ায় সুবিধা কতটা হচ্ছে তা পরখ করে নিয়েছেন ক্রেতারা। অনেক জায়গায় বিক্রেতারা দাম কমিয়ে ক্রেতাদের কাছে টানছেন এবং বিক্রি বাড়াচ্ছেন।

অ্যালেক্সিয়া—উন্নতি সম্ভব কিন্তু নিশ্চিত আরোগ্যের পথসন্ধান চলছে

সঞ্জীব আচার্য্য

অ্যালেক্সিয়া একটি বিরল অবস্থা। যেখানে একজন ব্যক্তি লিখিত বা মুদ্রিত শব্দ পড়তে পারেন না। এই কারণেই এটিকে 'শব্দ অন্ধত্ব'ও বলা হয়। এটি মস্তিষ্কের আঘাত, ক্ষতি বা আঘাতের কারণে ঘটে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অ্যালেক্সিয়া একটি অর্জিত ব্যাধি। যেখানে আক্রান্ত রোগীরা শব্দ এবং বাক্য বানান লিখতে পারেন, কিন্তু লিখিত ভাষা পড়তে বা বুঝতে পারেন না। তাই, লেখার দক্ষতা, বক্তৃতা তৈরি করা এবং বোধগম্যতা অনেক ক্ষেত্রেই বজায় রাখা যেতে পারে। অ্যালেক্সিয়া মস্তিষ্কের আঘাত বা ক্ষতির ফলে হয়। এটি সাধারণ মস্তিষ্কের রক্তনালীতে দুর্ঘটনার ফলে ঘটে যা সম্পূর্ণ মস্তিষ্কটাকে প্রভাবিত করে।

এই অ্যালেক্সিয়া মূল্যায়ণ করতে হলে রোগীকে একটি ছোট গল্প পড়ার সুযোগ দিয়ে পড়ার ফিকোয়েন্সি, বোধগম্যতা এবং এবং উচ্চারণের মাত্রা মূল্যায়ণ করার জন্য শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। রোগীদের উভয় চোখের আক্রান্ত স্থান, তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা নির্ণয় করণের জন্য সিটি স্ক্যান বা এম আর আই দিয়ে নিউরোইমেজিং করতে হবে।

রোগীরা অক্ষর চিনতে পারে, তারপর পড়ার জন্য একটি অক্ষর থেকে অক্ষর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেখানে প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণ করা হয়। এই কৌশলগুলো পড়ার গতি বৃদ্ধি এবং অক্ষর চিনতে সাহায্য করে। চিকিৎসকদের মতে, একাধিক মৌখিক থেরাপি এবং টিডিসি এর থেরাপি অ্যালেক্রিয়ার পড়ার ক্ষমতাকে উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। অ্যালেক্সিয়ার চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন কৌশলের ওপর নির্ভর করে। চিকিৎসা পদ্ধতি অ্যালেক্সিয়া রোগীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি করতে পারে, সেই উন্নতিটা কিছুদিন ধরে রাখা যায় কিন্তু এই ব্যাধির একটি নির্দিষ্ট প্রতিকার এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

এক পলকে দেশ

কেন্দ্রের দায়িত্ব

নয়াদিল্লি- বিগত কয়েক মাসে একাধিকবার হড়পা বানের মুখে পড়েছে হিমালয়ের বিভিন্ন এলাকা। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দায়িত্ব আছে বলে মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দেরাদুন।

নয়া জিএসটি

নয়াদিল্লি- দুর্গোৎসবের এক সপ্তাহ আগেই দেবীপক্ষের সূচনাতেই চালু হয়ে গেল নতুন পরিষেবা কর বা জিএসটি ২.০। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য, 'এর ফলে জিনিসের দাম কমার পাশাপাশি গরীব ও মধ্যবিত্তের সঞ্চয় বাড়বে। এই উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে শুরু হল 'সাশ্রয় উৎসব'।

চূড়ান্ত প্রস্তুতির নির্দেশ

নয়াদিল্লি- চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিতে দেশের সব রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

সর্বোচ্চ সম্মান

নয়াদিল্লি- সিনেমা জগতের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন মলায়লি তারকা মোহনলাল। ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল সেই পুরস্কার।

জিএসটি হেল্পলনাইন

নয়াদিল্লি- জিএসটি-র হার সংশোধন নিয়ে যে কোনও ধরনের অভিযোগ জানানোর জন্য হেল্পলাইন চালু করল কেন্দ্র। জাতীয় ক্রেতাসুরক্ষা হেল্পলাইনের ইনগ্রাম পোর্টালেই আলাদা করে এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রয়াত জুবিন গর্গ

গুয়াহাটি- সিঙ্গাপুর ১৯ সেপ্টেম্বর আকস্মিক মৃত্যু হল গায়ক জুবিন গর্গের, উত্তর পূর্ব উৎসবে গান গাইতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন তিনি। প্রায় ৪০টি ভাষার গান গেয়েছেন জুবিন। ১৯৭১ সালের ১৮ নভেম্বর মেঘালয়ের তুরায় জন্ম তাঁর।

এক পলকে রাজ্য

মডেল উত্তরে ভুল

নিজস্ব প্রতিনিধি- একাদশ ও দ্বাদশের পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্রে ভুল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের দাবি, মডেল উত্তরপত্রে ব্যাকরণগত এবং তথ্যগত ভুল রয়েছে। এস সি সি-র বক্তব্য, 'যা অভিযোগ আসবে, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

নতুন যাতায়াত ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি- শিয়ালদহ স্টেশন এবং স্টেশন চত্বরে যাত্রী চলাচল এবং যানবাহনের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীদের পথ নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। যানবাহনের প্রবেশ ও বাহির দুটি পথকে নির্দিষ্ট করার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

বিধি মেনে আবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার নীতি মেনেই এরাজ্যে বাড়ি তৈরির প্রকল্পে উপভোক্তা বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। এক সময় কেন্দ্রীয় শর্তে আপত্তি ছিল রাজ্যের। এবার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মঞ্জুর হয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে রাজ্য।

প্রশ্নের মুখে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাস্তার হাল দেখতে গিয়ে নাগরিকদের প্রশ্নের মুখে পড়লেন মেয়র। প্রশ্ন ছিল, তাদের এলাকার রাস্তা বারবার খারাপ হচ্ছে কেন? সেই প্রশ্ন শুনে মেয়র সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামীদিনে সমস্ত রাস্তা পেভার ব্লকে মুড়ে দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র।

এক হাজার দিন পূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ধর্মতলায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে ধর্না-অবস্থানের এক হাজার দিন পূর্ণ হল উচ্চ মাধ্যমিক চাকরীপ্রার্থী মঞ্চের। মেধা তালিকায় বাকি ১২৪৪ জন কাউন্সেলিংয়ের পর ধর্ণা উঠে যাবে বলে জানিয়েছেন মঞ্চের নেতৃবৃন্দ।

অল্প মূল্যে থেরাপি

নিজস্ব প্রতিনিধি- মাত্র দু' টাকায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে শুরু হতে চলেছে প্লেটলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে রোগির কাছ থেকে অল্প পরিমাণে রক্ত নেওয়া হবে। এরপরে রিচ প্লাজমা ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগিদের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় সেটা দেওয়া হবে।

এখানে - ওখানে

পল্লিশ্রী জীবন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির স্বাস্থ্যশিবির

মেরিল্যান্ড কেজি স্কুলের সম্পাদকের সঙ্গে শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং সোদপুর পল্লিশ্রী জীবন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিবির। স্থানীয় মেরিল্যান্ড কেজি স্কুলে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা, সুগার, ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় বহু কিশোর-কিশোরী সহ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষজনও এই শিবিরে নিখরচায় তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ নেন। মেরিল্যান্ড কেজি স্কুলের সম্পাদক তৃপ্তি গুহ, ডলি দাস, কণিকা দাস পোদ্দার, পুষ্প পাল সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

হরনাথ হাইস্কুলে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

হরনাথ হাই স্কুলের শিবিরে সম্পাদকের সঙ্গে ছাত্ররা

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাগবাজারের হরনাথ হাই স্কুলের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিবির। এই অনুষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে ছিল রোটারী ক্লাব ইস্ট কলকাতা। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধ করার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ছাত্রদেরকে থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি এই মারণ রোগকে রোধ করার জন্য আবশ্যিক কর্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করেন তিনি। হরনাথ হাই স্কুলের প্রায় ৫০ জন ছাত্র এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপকুমার ভুঁইঞা, অজিত মল্লিক, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্যরা।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সেবাঙ্গনে সচেতনতা শিবির

সারদা মিশন সেবাঙ্গনের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- টালিগঞ্জ রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সেবাঙ্গনের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্ত পরীক্ষা। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া রোধে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোধ করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাহক রক্তপরীক্ষা করা। জন্মের এক বছর পর থেকে শুরু করে বিবাহের আগে পর্যন্ত মাত্র একবার এই পরীক্ষাটি করিয়ে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ হলে পরবর্তী প্রজন্মের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি মনোজ্ঞ কুইজেরও আয়োজন করা হয়েছিল। কুইজে সফল উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করা হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানে ৭৮ জনের রক্তপরীক্ষা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সেবাঙ্গনের মাতাজি, ডক্টর গার্গী সেন, সুকন্যা ইন্দ্র, সুনিতা চ্যাটার্জি, মামনি মিত্র এবং অন্যান্যরা।

পুজোর প্রাক্কালে গণদেবতাদের দ্বারে

নিজস্ব প্রতিনিধি- শারদীয়া উৎসবের সময় অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের হাতে পুজোর বস্ত্র তুলে দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। বছরে দু'বার সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচী পালন করা হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবছর ২০ সেপ্টেম্বর শহরের দুটি জায়গায় এই কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। দুটি জায়গাতেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অল মাই ফ্রেন্ডের সৌজন্যে কানাইধর লেন অধিবাসী বৃন্দতে ছিলেন সম্পাদক সোমনাথ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। জোড়াসাকোঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তপন রায়, সাধারণ সম্পাদক কুশল সেন, কোষাধ্যক্ষ সন্দীপ দাস সহ অন্যান্যরা।

সম্বর্ধনার আয়োজনে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি- নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদ ২৮ আগস্ট আয়োজন করেছিল একটি সম্বর্ধনা সভার। ওই অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যকে। অনুষ্ঠানে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের বহু ধারার সামাজিক কাজকর্মের কথা তুলে ধরেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে নবজাতক সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গোপাল ভট্টাচার্য্য, প্রমিতা সাহা, শৈবাল রায়, সুশান্তকুমার ভৌমিক এবং অন্যান্যরা।

ইয়ুথ ওয়েলফেয়ারের গণপতি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি- কাশীপুর প্রুডেনশিয়াল ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছিল উৎসবের আমেজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

ষোলো বছরে পড়ল সেরাম শারদ বরণ ২০২৫

সেরাম শারদবরণ ২০২৫ এর রেপ্লিকার উদ্বোধন করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জি, সঞ্চালক দেবাশীষ বসু, শিল্পী মিন্টো পাল এবং অভিনেত্রী মৌসুমি দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম শারদবরণ ২০২৫ এবার ১৬ তে পা দিল। বাঙালি তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্বন দুর্গাপুজো। ২০২৫-এ এবার পুজো উদ্যোক্তাদের পুজার হোর্ডিং প্রতিযোগিতায় আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ প্রেস ক্লাব কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা হোর্ডিং প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছি। কলকাতা উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, সল্টলেক এবং হাওড়া মিলিয়ে হোর্ডিংয়ে স্লোগান প্রতিযোগিতায় মোট ৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের তালিকায় আছে কানুনগো পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব, কালিন্দী শারদোৎসব কমিটি, নলিন সরকার স্ট্রিট সার্বজনীন দুর্গোৎসব, আদর্শ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং জোড়াবাগান ছাত্র সংহতি। বিচারকদের বিচারে এই পাঁচটি পুজোর উদ্যোক্তাদের দুর্গাপূজার হোর্ডিং সেরা বিবেচিত হয়েছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেরাম শারদবরণ ২০২৫-এর রেপ্লিকার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়। সেরাম শারদবরণ ২০২৫-এর কর্মসূচী বিস্তারিতভাবে জানান সেরাম গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জি, প্রখ্যাত সঞ্চালক দেবাশীষ বসু, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য তিনকড়ি দত্ত, শিল্পী মিন্টু পাল, অভিনেত্রী মৌসুমি দাস সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবারের মতো এবারেও কলকাতা, হাওড়া ও সল্টলেককে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। 'সেরাম শারদবরণ'-এ বরাবরই কলকাতাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ব (সল্টলেক সহ), পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এবং হাওড়া। সেরা ভাবনা, সেরা প্রতিমা, স্বল্প ব্যয়ে সেরা পুজো, সেরা সমাজবন্ধু-এই পাঁচটি পৃথক বিভাগে যারা বিচারকদের মূল্যায়ণে সেরা বিবেচিত হয়েছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিভাগগুলি হল সেরা ভাবনা, সেরা প্রতিমা, স্বল্প ব্যয়ে সেরা পুজো, সেরা সমাজবন্ধু এবং সেরা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্মান।

শহরের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোতেও মহাসপ্তমীর দিন এই 'সেরাম শারদবরণ ২০২৫' প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

হাওড়ার হালদারপাড়া ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপূজা মণ্ডপে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের নিখরচায় ওষুধ প্রদান অনুষ্ঠানে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ও অন্যান্যরা

ঝুপখালি বাঙালীপাড়াতে স্বাস্থ্যশিবির

পূর্ব ঝুপখালি বাঙালীপাড়া শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা কমিটির পূজা প্রাঙ্গনে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- পূর্ব ঝুপখালি বাঙালীপাড়া শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্যশিবির, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা, বস্ত্র বিতরণ। স্বাস্থ্য শিবিরে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সুগার, ব্লাড গ্রুপ এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করা। অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সংগঠনের ইতি কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বস্ত্র বিতরণের আগে শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে সংগঠনের সদস্য ও সদস্যরা 'দেবীর মর্ত্যে আগমন' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পূজা কমিটির সভাপতি শশাঙ্ক শেখর ভুঁইঞা, সম্পাদক তপন ভুঁইঞা, স্বপন ভুঁইয়া, তুষার কান্তি ভুঁইঞা, অপর্ণা ভুঁইঞা, দেবব্রত দাস প্রমুখ।

ভেনিসে অনুপর্ণার অনন্য কীর্তি

পুরস্কার হাতে অনুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এবার সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি কন্যা অনুপর্ণা রায়। পুরুলিয়ার মেয়ে। ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁর শাখায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন। এই শাখায় এই সম্মান তাঁর আগে কোনও ভারতীয় পরিচালক পান নি। তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রটির নাম 'সংস অফ ফরগটন ট্রিস'। নাজ শেখ এবং সুমি বাধেল অভিনীত এই ছবিটি মুম্বইয়ের দুই নারীর মধ্যে তাঁদের পরস্পর বিরোধী সংগ্রামের পথ চলা ঘিরে অনুসন্ধান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। ২০২৩ সালে 'রান টু দ্য রিভার' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম সিনেমা জগতে প্রবেশ।

প্যালেস্টাইনের পক্ষে ভোট

রাষ্ট্রপুঞ্জ- রাষ্ট্রপুঞ্জে প্যালেস্টাইনের পূর্ণ সদস্যপদের সমর্থনে ভোট দিল ভারত। ১২ সেপ্টেম্বরের সভায় ১৯৩ সদস্যের সাধারণ সভায় মোট ১৪২ টি দেশ এই প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দিয়েছে। মার্কিন লবি চেষ্টা করেছিল প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ভোটটা বাড়াতে, কিন্তু তা সফল হয়নি। ইজরায়েল সহ ১০টি দেশ বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ১২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'প্যালেস্টাইন নামে আর কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না'।

ধ্বংসস্তূপে আটক বহু আফগানবাসী

কাবুল- পরপর তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপেও ওঠে আফগানিস্তানের মাটি। কমপক্ষে ২৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। এই সংখ্যা আরও বাড়বে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে জোরকদমে চলছে উদ্ধারকার্য। আফগান বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীতে লোকসংখ্যা অনেক কম। যন্ত্রপাতিও যথেষ্ট নেই বললেই চলে। ফলে উদ্ধারকার্যে বিলম্ব হচ্ছে। ভারত এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে।

পেরিয়ারের মূর্তি

লন্ডন- অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পেরিয়ারের মূর্তির উদ্বোধন করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মূর্তি উদ্বোধন করে তিনি বলেন, 'অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তার শুরু থেকেই এযাবৎ পর্যন্ত মানমর্যাদা বজায় রেখে এসেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেরিয়ারের মূর্তি স্থাপন প্রমাণ করে যে, তাঁর খ্যাতি দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' এই মূর্তি স্থাপনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে সম্মান বাড়ল পেরিয়ারের।

সাগরপারের টুকিটাকি

ট্রাম্পের নতুন মর্জি

ওয়াশিংটন ডি সি- আমেরিকার 'প্রতিরক্ষা দফতরের' নাম বদলে দিয়ে 'যুদ্ধের দফতর' রাখতে চান আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নাম বদল করার ইঙ্গিত অনেক আগেই দিয়েছিলেন তিনি। গোটা বিশ্বে আমেরিকান সেনার একটা আগ্রাসী মনোভাব গড়ে তুলতে ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ। আইনানুযায়ী এরকম নাম বদলের ব্যাপারটি কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে মঞ্জুর করাতে হয়। এখন ট্রাম্প প্রশাসন দেখছেন কিভাবে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনকে এড়িয়ে গিয়ে কাজটা করা যায়।

নেপালে শপথ নিলেন সুশীলা

শপথ নিলেন সুশীলা কারকি

কাঠমাণ্ডু- রক্তক্ষয়ী হিংসা এবং অভ্যুত্থানের পর নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নিলেন নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সুশীলা কারকি। জেন জি-র প্রথম পছন্দ। সাংবিধানিক জটিলতা কাটিয়ে সহমতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ সেপ্টেম্বর শপথ নিয়েছেন কারকি। অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন প্রক্রিয়াকে এবং কারকির শপথকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার কারণটি সাংবিধানিক। নেপালের বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের ভিন্ন মত থাকলেও শেষ পর্যন্ত জেন জি-র দাবিটি প্রাধান্য পেয়েছে। কাঠমাণ্ডুর নির্দল মেয়র বলেন্দ্র শাহকেও পছন্দ ছিল জেন জি-র। তবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রভাব সরাসরি প্রত্যাখান করেন তিনি। নির্বাচনে লড়ে সাংসদ হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ভাববেন বলে জানিয়েছেন বলেন্দ্র শাহ।

শুল্কের পর এবার ভিসায় আঘাত

ওয়াশিংটন ডিসি- এইচ ১ ভিসায় এক লক্ষ ডলার ফি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় রাত ১২টা থেকে সেই নতুন ফি কার্যকর হয়েছে। নতুন ভিসা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এরপরে হোয়াইট হাউসে বার্তা জানিয়েছেন, এই ফি নেওয়া একবারই। প্রতিবছর দিতে হবেনা। অর্থাৎ অতিরিক্ত ফি দেওয়ার বিষয়টি একেবারেই এককালীন। পুরনো ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই নতুন ফি কার্যকর নয়। আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। লুটনিকের ঘোষণার পরেই তথ্যপ্রযুক্তি সহ অন্য সংস্থাগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে আমেরিকায় এইচ ১বি ভিসাধারীদের মধ্যেই ৭২% হচ্ছেন ভারতীয়।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড

৯৮৩০১৭৩৯৫০

(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

MBBS, MD

ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ মাথাব্যথার কারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই?

সমীর দত্ত, ঢাকুরিয়া

মাথাব্যথা ঃ মাথাব্যথা খুবই সাংঘাতিক জিনিস। এ যার হয় সেই এর যন্ত্রণা বুঝতে পারে। নানা কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। সঠিকভাবে কারণ জানা গেল ঠিকঠাক চিকিৎসা করা যায়। সুতরাং মাথাব্যথার সাধারণ কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের ভালোভাবে জানা দরকার-সে বিষয়ে জানালেন ডা. প্রভাত ভট্টাচার্য্য।

উত্তেজনাজনিত মাথাব্যথা ঃ সাধারণ মাথায় দু'দিকেই হয় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। বেশি মানসিক উদ্বেগ এবং বিষাদ থেকে এর সৃষ্টি হয়। ঘাড়ের পিছনেও ব্যথা হতে পারে। মাথার চারপাশে কিছু চেপে আছে, এরকম মনে হয়।

মাইগ্রেন ঃ মাথাব্যথার একটি প্রধান কারণ। এটি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। মাথা দপদপ করার মত যন্ত্রণা হয়। মাথার একদিকে বা দুদিকেই হতে পারে। এর সঙ্গে বমি বা বমির ভাব, চোখে ধোঁয়া দেখা বা কালো দাগ দেখা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি। অনিদ্রা, উত্তেজনা, জোরাল আলো, খিদে পাওয়া, পিরিয়ড প্রভৃতি এর আক্রমণ ডেকে আনতে পারে।

মাইগ্রেনের কারণ সঠিকভাবে না জানা গেলেও মনে করা হয় জেনেটিক, স্নায়ু সংক্রান্ত বা রক্তনালীর অস্বাভাবিকতা সংক্রান্ত কারণ এর সঙ্গে জড়িত আছে। মাইগ্রেনের ব্যথা অল্প হতে পারে, আবার এত সংঘাতিক হতে পারে যে, কাজ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ব্যথা ঘন ঘন হতে পারে, আবার কিছু বাদে বাদেও হতে পারে।

মাথায় আঘাতজনিত মাথাব্যথা ঃ মাথায় আঘাত করলে তারপর মাথাব্যথা হয়ে থাকে। আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী মাথাব্যথা অল্প অথবা খুব বেশি হতে পারে। আবার অনেক সময় আঘাত লাগার অনেকদিন পর পর্যন্ত মাথাব্যথা থাকে।

ব্রেন টিউমার ঃ মাথাব্যথা যেন টিউমারের অন্যতম প্রধান উপসর্গ। এই ব্যথা কনকনে এবং ক্রমাগত চলতে থাকে এবং অনেকক্ষেত্রেই এর সঙ্গে বমি বা বমির ভাব থাকে। কখনও কখনও এত ব্যথা হয় যে ঘুমানো যায় না।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঃ এখানে তীব্র মাথা ব্যথা হয়। বমি হতে পারে। আচ্ছন্নভাব দেখা যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই অবস্থা বেশ গুরুতর আকার নেয়।

মস্তিষ্ক ও আশেপাশের ইনফেকশন ঃ মেনিনজাইটিস বা এনকেফেলাইটিস থেকেও মাথাব্যথা হতে পারে। এই ব্যথাও খুব তীব্র হয়। এর সঙ্গে সাধারণত ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। আচ্ছন্নভাব বা বমি দেখা দিতে পারে। জ্বর প্রায় সবক্ষেত্রেই থাকে। এও খুব সাংঘাতিক হয়।

চিকিৎসা ঃ মাথাব্যথা হলে তাৎক্ষণিক আরামের জন্য ব্যথা নিরোধক ওষুধ। যেমন— প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বমি হলে তার ওষুধ, যেমন— ডোমপেরিডন, মেটোক্লোপ্রসাইড প্রভৃতি খেতে হয়।

মাথাব্যথার কারণ আগে জানতে হবে। যদি টেনশন থেকে মাথাব্যথা হয়, তবে সেডেটিভ বা অ্যান্টি ডিপ্রেশন্ট ওষুধ খেতে হয়। এছাড়াও রিল্যাক্সেসন, কাউন্সেলিং প্রভৃতির দরকার হয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ সাহায্য নেওয়া উচিত মাইগ্রেন মনে হলে তা যাতে বারবার না হয়, তার জন্য ওষুধ খেতে হবে। যেমন— সিনারাজিন প্রোপানোলল, অ্যামিট্রিপলিন প্রভৃতি।

মাথায় আঘাত লাগলে রোগীর অবস্থা ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান করিয়ে নেওয়া ভালো। যদি রক্তক্ষরণ দেখা যায়, তবে হসপিটালে ভর্তি করা দরকার। অনেকক্ষেত্রে অপারেশন করা জরুরি হয়ে পড়ে।

ব্রেন টিউমার ধরা পড়লে তার চিকিৎসা করতে হবে। নানারকমের টিউমার হয়। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং শলাচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বায়োপসি করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী অপারেশন রেডিওথেরাপি, কেমো থেরাপি প্রভৃতি দিতে হয়।

মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশের অসুবিধার জন্য মাথাব্যথা ঃ চোখ, কান, নাক, সাইনাস, দাঁত প্রভৃতির সমস্যা হলেও মাথাব্যথা হতে পারে। যেমন—চোখের ইনফেকশন, গ্লুকোমা, কানের ইনফেকশন, দাঁত ও মাড়ির ইনফেকশন, সাইনুসাইটিস প্রভৃতি। এক্ষেত্রে এগুলির চিকিৎসা করলে মাথাব্যথা কমে যায়। এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে। যেগুলি এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই।

রোগনির্ণয় ঃ রোগীর উপসর্গগুলি ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর তাকে ভালো করে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। মাথার সিটি স্ক্যান ও এম আর আই পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রক্তপরীক্ষা, চোখ পরীক্ষা রেনের ইনফেকশন সন্দেহ হলে CSF পরীক্ষা প্রভৃতি করা দরকার।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে রোগীকে হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমাতে হবে এবং ম্যানিটল প্রভৃতির সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতরে চাপ কমাতে হবে। কখনও আবার শল্যচিকিৎসা করে জমাট বাঁধা রক্ত বের করতে হয়।

মেনিনজাইটিস বা এনকেফেলাইটিস ধরা পড়লে অ্যান্টি বায়োটিক এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা চালাতে হয়।

চোখ, কান, দাঁত, সাইনাস প্রভৃতি রোগ হলে তার চিকিৎসা করলে মাথাব্যথা সেরে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাথাব্যথা খুব সামান্য কারণেও হতে পারে আবার খুব গুরুতর কারণের জন্যও হতে পারে। কাজেই মাথাব্যথা হলে কখনও অবহেলা করা উচিত নয় এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসা করা দরকার।

প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আশার বাবার এই রোগ আছে।

সুজাতা দত্ত, বিরাটি

উঃ পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়।

বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভবনা বাড়ে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার মেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে— Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

উপসর্গ— Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)— Physical Examination করে করা হয়। Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। *(পুনর্মুদ্রিণ)*

সম্পাদকীয়

হঠাৎ ধাক্কা

প্রতিবেশী পার্বত্য দেশ নেপালে ঘটে গেল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। জনরোষ যে কত মারাত্মক হতে পারে তা অতীতে কখনও দেখেনি নেপাল। বিদ্রোহ, লাগামহীন হিংসা, বিপ্লব-একে কি বলা যাবে, সেটা বিতর্কের বিষয়। শুধুমাত্র শাসকের বিরুদ্ধে নয়, আমজনতাকেও সহ্য করতে হয়েছে লাঞ্ছনা। এই ছোট্ট দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন কিছু নয়। অতীতের অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যেতে পারে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নেপাল সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি পদত্যাগ করেছেন এবং দেশ থেকে বিতাড়িত। দেশের দায়িত্ব নিয়েছিল সেনাবাহিনীরা। নেপালের মানুষের ইচ্ছে দেশের প্রথম মহিলা প্রাক্তন বিচারপতি সুশীলা কারকি অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। নেপালের রাজনৈতিক অবস্থার কথা যারা জানেন, তাঁদের মতে, এই সরকারের পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবর্তনটা যে এত চটজলদি হবে এবং এত ভয়ঙ্কর হবে সেটা আন্দাজের মধ্যে ছিল না। সরকারি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পত্নীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, পুলিশ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে প্রহারের মাধ্যমে পালাবদলটা প্রত্যাশিত ছিল না। অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে যেভাবে ক্ষোভ ছড়িয়েছে, তার পেছনে কোনও বহিঃশক্তির মদত আছে কি না, সে প্রশ্নও উঠেছে। কুর্সি পরিবর্তনের রাজনৈতিক খেলায় এধরনের হিংসা মোটেই কাম্য নয়। নেপালে শান্তি ফিরুক, এটাই এখন আসল এবং প্রথম কথা।

'জেন জি'-র এই রোষের পেছনের কারণটি ছিল সমাজমাধ্যম সাইটগুলোর ওপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা। এরপরেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল হিংসা। যা আগে থেকেই মজুত ছিল। লাগাতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য বেড়েই চলছিল। সমাজে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী ফুলেফেঁপে উঠছিল। পাশাপাশি বঞ্চনা ও দারিদ্র্যও ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল। সরকারি কর্তৃত্ববাদ কদর্য চেহারা নিয়েছিল। দীর্ঘদিনের জমে ওঠা রোষ হঠাৎ বিস্ফোরনে পর্যবসিত হয়েছে। শাসকবর্গ এটা বুঝতেই পারে নি। যেমনটা ঘটেছিল বাংলাদেশে এবং শ্রীলঙ্কার মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষের আমলে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে নেপালের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ভারত এখন যথেষ্ট সতর্ক। শুধুমাত্র শান্তির আহ্বান ছাড়া কোনও মন্তব্য করেনি ভারত। কারণ দেশের সামনে এখন বিরাট সমস্যা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। ভারতকে পরবর্তী শাসকদেরও পছন্দ নয়। ভারতের সীমান্ত বরাবর এখন অশান্তির আবহ। বাংলাদেশ ও নেপালের ঘটনা খুব ভালো একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে না। তবে এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

যোগ সাধনা

শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি

যোগ সাধনার ভক্তির ভূমিকা কী? যোগের অর্থ অনেকের মতে 'চিত্তবৃত্তিনির্বোধ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাওয়া। যেখানে ভৌত শক্তি প্রয়োগ করে নাড়ীতন্তুর কার্যকে বন্ধ করে, বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে', 'তার প্রবাহকে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল নাড়ীতন্তুই নয় নাড়ী কোষের কাজও অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কাজ করা বন্ধ হয়ে যায় তখন চিত্তাণুপুঞ্জের কোন স্পন্দন হয় না। এই রকম হলে মন কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বৃত্তির ওপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ আসে। এই রুদ্ধকৃত নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় 'হঠযোগ'। হঠ অর্থাৎ 'বলেন', বলের শক্তির দ্বারা। তাই সেটা প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিনিরোধ নয়। সত্যিকথা বলতে স্নায়ুকোষ স্নায়ুতন্ত্রকে বন্ধ করে দিলে মনও বন্ধ হয়ে যায়। যখন কেউ অজ্ঞান হয়ে যায় তখন এমনই হয়। তাই এটা যোগ নয়—হঠযোগ, যোগ নয়। যোগে মানুষের মনকে স্থূল বস্তু থেকে প্রত্যাহার করে বৃত্তি নিরোধ করতে হয় ও তাকে পরমাত্মার দিকে পরিচালিত করতে হয়। তাহলেই বৃত্তি নিরোধ সম্ভব। একটা লক্ষ্য থাকা দরকার না হলে নিরোধ সম্ভব নয়। তান্ত্রিক পরিভাষায় এটি পরিষ্কার, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলতেই হবে। এখানে লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া আছে। যোগ সাধনায় সাধককে জৈবশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে উন্নীত করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয়। কুলকুণ্ডলিনী যেমন যেমন বিভিন্ন চক্রকে অতিক্রম করে সাধকও যোগের বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধিলাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে.... মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সংসারে বন্ধু সংখ্যা যাহার অপরিমিত দুঃখের দিনে ডাক দেবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব।

নজরুল—হেথা সবে সম পাপী,
আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি।

নেতাজি—জীবনে সংগ্রাম না থাকলে, ভয় না পেলে জীবনের অর্ধেক স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ অক্টোবর — বিশ্ব প্রবীণ দিবস
ডঃ নীলরতন সরকারের জন্ম ১৮৬১
সংগীত পরিচালক ও শিল্পী শচীনদেব বর্মনের জন্ম ১৯১৬
কাশ্মীরে বিধানসভা ভবনে জঙ্গি আক্রমণ ২০০১

২ অক্টোবর — কলকাতায় জিপিও চালু হল ১৮৬৮
নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ির জন্ম ১৮৮৯

৩ অক্টোবর — বিশ্ব প্রকৃতি দিবস
নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭

৪ অক্টোবর — প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করল রাশিয়া ১৯৫৭
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৯০১

৫ অক্টোবর — কলকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় প্রবল ঝড়ে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৮৬৪

৬ অক্টোবর — ইনস্টাগ্রাম চালু হল ২০১০
বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩
ভারতীয় ফৌজদারি বিধি আইনে রূপান্তরিত হল ১৮৬০

৭ অক্টোবর — মিশনারিজ অফ চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করলেন মাদার টেরিজা ১৯৫০
বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণান রসায়নে নোবেল পেলেন ২০০৯

৮ অক্টোবর — ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র জন্ম ১৮৬২
সাহিত্যের নোবেল পেলেন সলবেনিৎসিন ১৯৭০

৯ অক্টোবর — চে গুয়েভারাকে হত্যা করা হল ১৯৬৭
সরোদ শিল্পী আমজাদ খানের জন্ম ১৯৪৫

১০ অক্টোবর — ডঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিসের জন্ম ১৯১০
কারবালার যুদ্ধ জয় করলেন উমায়েদ ৬৮০ খ্রীঃ

১১ অক্টোবর — জয়প্রকাশ নারায়নের জন্ম ১৯০২
কলকাতায় ভূমিকম্প এবং ঝড়ে একদিনে তিন লাখ মানুষের মৃত্যু ১৭৩৭

১২ অক্টোবর — সংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৪

১৩ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ ১৯১১
পুনরায় চালু হল স্টার থিয়েটার ২০০৪
শিল্পী কিশোরকুমারের প্রয়াণ ১৯৮৭

১৪ অক্টোবর — অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন অমর্ত্য সেন ১৯৯৮
লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম ১৯৩০

১৫ অক্টোবর — দিল্লির একমাত্র মহিলা সুলতান রাজিয়া সুলতানার প্রয়াণ ১২৪০
দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের জন্ম ১৯৩১
মোঘল সম্রাট আকবরের জন্ম ১৫৪২

১৬ অক্টোবর — বাংলায় মারাত্মক ঝড়ে চল্লিশ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৪২
বাংলা ভাগের শুরু ১৯০৫

১৭ অক্টোবর — আন্তর্জাতিক গরিবী দিবস

১৮ অক্টোবর — কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভ্যর্থনা ১৯৯০

১৯ অক্টোবর — শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮

২০ অক্টোবর — সুরকার ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১

২১ অক্টোবর — বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নাড নোবেলের জন্ম ১৮৩৩
আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন নেতাজি ১৯৪৩

২২ অক্টোবর — বাংলা ও বিহারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে নবাব রাজ্যের পতন শুরু ১৭৬৪
কবি জীবনানন্দ দাসের প্রয়াণ ১৯৪৫

২৩ অক্টোবর — কবি শামসুর রহমানের জন্ম ১৯২৯
লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ২০১২

২৪ অক্টোবর — জাতিসঙ্ঘের (UNO) প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫
দেশে প্রথম টিউব রেলের কাজ শুরু হল কলকাতায় ১৯৮৪
লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪

২৫ অক্টোবর — পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১

২৬ অক্টোবর — ফজলুক হকের জন্ম ১৮৭৩
কবি মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮

২৭ অক্টোবর — ভারতীয় গণিতবিদ সি পি রামানুজের প্রয়াণ ১৯৭৪

২৮ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭
'গ্যালিভার ট্র্যাভেলস' উপন্যাস প্রকাশিত হল ১৭২৬

২৯ অক্টোবর — সুয়েজ খাল দখল করতে মিশর আক্রমণ করল ইজরায়েল সেনারা ১৯৪৬

৩০ অক্টোবর — রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হল ভারত ১৯৪৫
হোমি জে ভাবার জন্ম ১৯০৯
লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭

৩১ অক্টোবর — দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা ১৯৮৪
কবি জন কিটসের জন্ম ১৭৯৫
বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন বিশ্বনাথন আনন্দ ২০০৮
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন ১৮৭৫

জি এস টি কমেছে, 'সাশ্রয়' উৎসব শুরু করে দিলেন মোদী

কিশোরকুমার বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত ৩ সেপ্টেম্বর ভারতের অপ্রত্যক্ষ কর জি এস টি বা গুড্স অ্যান্ড সার্ভিস-এ বিরাট পরিবর্তন হল। পরিবর্তনের অর্থ হল বহু জিনিসের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর অনেক কমে গেল। ভারত সরকার এটাকে একটা দেশের আর্থিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ বলে প্রচারে নেমেছে। কেন এটা এত জরুরি? কারণ বহু জিনিসের ওপর কর অনেকটা পরিমাণে কমার অর্থ তাদের দাম কমে যাওয়া। ফলে জিনিস সস্তা হলে তার চাহিদা বাড়বে।

কী কী পরিবর্তন আনা হল?

প্রধানত করের হার কমানো হয়েছে। বর্তমানে করের অনেক হার আছে ০%, ৫%, ১২%, ১৮%, ২৮%। এছাড়া কিছু 'খারাপ' জিনিসের বা বিলাসবহুল জিনিসের ওপর থেমেও আছে। আগামী ২২ শে সেপ্টেম্বর থেকে করের হার মূলত ৫% এবং ১৮% হচ্ছে। এছাড়া কিছু দ্রব্যের ওপর ৪০% ও থাকছে যেগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য বা ক্ষতিকারক দ্রব্য। তবে আর লেস থাকছে না। জিএসটি চালু হয় গত ২০১৭ সালে এবং তখন থেকেই এটা তীব্র বিরোধীতার মুখে পড়ে কংগ্রেস দল সহ বহু অর্থনীতিবিদ বলেছেন, জিএসটিতে কেবল একটাই কর ধার্য করা উচিত বা বড়জোর ২টি কর। কখনও কখনো দিনে কয়েকবার, জিএসটিতে মোট ৫৯০ বার নিয়ম বদলাতে হয়েছে, এক একটা নিয়ম বহুবার বদলাতে হয়েছে। যেমন রুল ৮৯কে ৩৩ বার বদলাতে হয়েছে, রুল ৯৬ কে ২৯ বার, রুল ৪৩কে ২৩ বার এবং ১৪২ কে ১৮ বার।

কীরকম হল সুবিধা?

এসবিআই-এর গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে ৪৫৩টি দ্রব্যের মধ্যে ৪১৩টি অর্থাৎ প্রায় ৯১% দ্রব্যেরই কর কমেছে। মাত্র ৪০টি দ্রব্যের ওপর কর বেড়েছে। এর মধ্যে ২৫৭টি দ্রব্যই হয় ৫% না হলে ১৮% করের অধীন। মাত্র ১৭টি দ্রব্য গেছে ২৮% থেকে ৪০% করের আওতায়। আবার ওই গবেষণাতে বলছে এই ৪০% করের জন্য আর কোন মেস থাকছে না। তাই ২৮% থেকে ৪০% এ গেলেও করের পরিমাণ প্রায় সমানই থাকছে, এদের কম্পেনসেশন নেম যোগ করলে এগুলো ৪৫ - ৫০% হয়ে যেতে পারতে। ফলে কর প্রায় সবেরই কমছে।

কেন এরকমভাবে শেষ পর্যন্ত জি এসটি-র হার কমানো?

এটা অনেকেই মনে করেন ভারত সরকার বাধ্যহয়েই জিএসটিতে পরিবর্তন আনল। যদি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারামন বলেছেন, কোনও বাধ্যতার কারণে নয়। প্রায় দেড় বছর ধরেই ভাবা হচ্ছিল এরকম কিছু করার। কিন্তু দেশের সামনে আমেরিকার সমস্যা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গেও বাণিজ্যের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই দেশের মানুষকে কিছুটা সুবিধা দিতেই এবং হয়তো আভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াবার জন্যই এই পরিবর্তন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে এখানেও সেই একই ঘটনা। জিএসটি বিষয়টি দেখাশোন করে জিএসটি কাউন্সিল। তাতে মূলত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরাই সদস্য। এছাড়া দেশের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরাও আছেন। কিন্তু জিএসটির পরিবর্তনের ঘোষণা হল লালকেল্লায় মোদির ভাষণে। তাই সব কিছুই ক্ষমতায়নের ব্যাপার হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসব বাদ দিয়ে এখন মূল কথায় আসা যাক।

জিএসটির পরিবর্তনে কী দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হবে?

এই হল আসল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নটাই সকলেই ভাবছেন। সরকারিভাবে এটা ভাবানো হচ্ছে দেশের আর্থিক হাল ভাল করতে এবং সাধারণ মানুষকে সুরাহা দিতেই আনা হয়েছে জিএসটিতে পরিবর্তন। তবে এটা বহু মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন যে বহু জিনিসের দাম কমছে তবে মোট চাহিদা বাড়বে। অন্যদিকে উৎপাদনের খরচও কমবে অনেক ক্ষেত্রে। তাই দু'দিক থেকেই মনে হচ্ছে এটা দেশের আর্থিক বিষয়ের জন্যই ভাল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন—টুথ পেস্ট থেকে খাদ্য, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, এমনকি গাড়ি, সাইকেল, মোটর বাইক—সবই যদি সস্তা হয় তবে আর কী।

কিন্তু সাধারণ ধারণা থেকে অর্থনীতি একটু আলাদা। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন না যে এর ফলে আর্থিক হাল ভাল হবেই। কেউ কেউ মনে করেন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু কিছু শর্ত যদি পূরণ হয় তবে সুফল হবে না হলে হবে না। আবার অনেকে মনে করেন জিএসটি যে বৈষম্য ইতিপূর্বেই সৃষ্টি করেছে তার ফলে বর্তমান পরিবর্তন বহু মানুষকে ক্ষুদ্র ও ছোট এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো অসুবিধায় ফেলবে। তাই সংগঠিত ক্ষেত্রের জিনিসের দাম কমবে, উৎপাদন বাড়বে এটা হতে পারে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অসংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্র আরো দুরাবস্থায় পড়বে। অর্থাৎ বেশি মানুষের সর্বনাশ আর অল্প উচ্চ অংশের পৌষ মাস। তাই সামগ্রিক বিচারে দেশের চাহিদা তো বাড়া মুশকিল, উল্টে তা কমেও যেতে পারে। তাই কেবল জিএসটিতে পরিবর্তন এলে অর্থব্যবস্থায় বাজিমাত কেবল স্বপ্নই থেকে যেতে পারে।

কোন কোন শর্তে কাজ হতে পারে?

কিছু অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন কাজ হতে পারে যদি দাম কমার পরিমাণ যথেষ্ট হয় এবং তার সুবিধা ক্রেতারা পায়। আবার ক্রেতাদের কেনার পরিমাণ বাড়াতে হবে। সঞ্চয় করে ফেললে হবে না। তবে চার লক্ষ কোটি ডলার অর্থব্যবস্থাতে সামগ্রিকভাবে বেশি লাভ ক্রেতারা পাবে না। আবার তাদের মতে ইনসিওরেন্স এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যদি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট এর সুযোগ না থাকে তবে এই দুই বড় ক্ষেত্রে উল্টো ফলও দিতে পারে।

তাড়াছা আমেরিকার সমস্যা, দেশে বিনিয়োগ করার সমস্যা, বিভিন্ন ব্যবসায়িক অনিশ্চিয়তা ভারতে চলমান। এগুলোর কী কী ব্যবস্থা হবে বা আদৌ হবে কি না, এগুলোও বড় কারণে অর্থব্যবস্থায় গতি আনতে। ওই কথাগুলো মনে করে ইকনমিক টাইমসে মত প্রকাশ করেছেন (৮ সেপ্টেম্বর) তিন জন অর্থনীতিবিদ আনন্দ, ফেলম্যান এবং সুব্রহ্মানিয়ান ওই লেখাতে তাঁরা কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন। প্রথমটির আলোচনা হল যে দেশের কি এটা ভাল হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল ভারত বা রাজ্যগুলোর রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে কি দীর্ঘকালীনভাবে সুবিধা হবে? তাঁরা দেখিয়েছেন জিএসটি আগে জাতীয় আয়ের ৬.২% আয় হত সেই ক্ষেত্রগুলো থেকে যেগুলোকে নিয়ে জিএসটি তৈরি হল। কিন্তু অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এ জিএসটির পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৫.৯% এবং হিসাব অনুযায়ী ২০২৬-২৭-এ এটা দাঁড়াতে পারে ৫.৩% থেকে ৫.৫%। ফলে তো রাজস্ব ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকছে। তৃতীয় প্রশ্ন হল রাজ্যের রাজস্বের কী হবে? মনে হতে পারে শুল্ক হার কমার পরেও রাজ্যগুলো জাতীয় আয়ের ২.৫% ই পাবে। এখনও তাই পাচ্ছে। এর কারণ ৪০% করের মধ্যে ফেসবুকে আছে মনে করলে ওই বর্ধিত হারের অংশ রাজ্যগুলো পাবে এরপর। আগে মেম কেবল কেন্দ্রীয় সরকার পাবে। ততই অনেক রাজ্য তাদের আয়ে উৎস আর না বাড়ানোর সুযোগের জন্য চিন্তিত। চতুর্থত এই জিএসটি প্রকৃতটাই কেন্দ্রের ক্ষমতাবান হয়ে যাচ্ছে। এতে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে বিরোধক বাড়তে পারে।

জাতীয় আয়ের ভাল বৃদ্ধি, বেশি আশা করা ঠিক হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি- অর্থবর্ষ ২০২৫-এর প্রথম ত্রৈমাসিক, এপ্রিল থেকে জুনে ভারতের আর্থিক আয় বৃদ্ধির হার ৭.৮% হয়েছে। প্রায় সকলেই বিস্মিত। সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওই ত্রৈমাসিকের আয় . বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসকে। তাদের হিসাব ছিল এটা হতে পারে ৬.৫% এর কাছে। এই ৭.৮% বৃদ্ধি গত পাঁচটি ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বাধিক। ম্যানুফ্যাকচারিং, কনস্ট্রাকশন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই হল এই সফলতার প্রধান কারণ বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। সরকার অপ্রত্যক্ষ কর কমিয়ে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে। তাই এখন যেটুকু চাহিদার ঘাটতি হচ্ছে কিছুদিন পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে বলেই মনে করছেন নাগেশ্বরণ।

গত ত্রৈমাসিকের আয় বৃদ্ধির কয়েকটি বিষয়

ম্যানুফ্যাকটারিং ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭%। মনে রাখতে হব এই বৃদ্ধির হার বেশ ভাল এবং তা আরো ভাল কারণ আগের অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬% । তাই বড় বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে এই অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের ম্যানুফ্যাকচারিং বেশ ভাল করেছে। এমনকী জানুয়ারি-মার্চে ২০২৫ এর ত্রৈমাসিকে এই হার ছিল ৪.৮%। তাই সেই বিচারেও ৭.৭% বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

আবার গত ২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে কনস্ট্রাকশন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার ছিল ১০.১%। তাই ওপর ভিত্তি করে গত এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকের এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭.৬%। তাই এটাও বেশ ভাল ফল। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জন সাপ্লাই এবং অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি কিন্তু বিরাট কমে হয়েছে ০.৫%। আবার আর্থিক ক্ষেত্র (ফিনান্স), রিয়েল এস্টেট এবং প্রফেশনাল পরিষেবার ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার ৯.৫% । তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য, হোটেল, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার ৮.৬%। এই দুই ক্ষেত্রেই গত ২ বছরে সর্বাধিক।

গত জুলাইয়ে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার গত ৪ মাসে সর্বাধিক

বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বেশ কম, ১.৫% বা ২.৫% এর মধ্যে। কিন্তু গত জুলাই মাসে তা বেড়ে হয়েছে ৩.৫%। সব হিসাবই কিন্তু গত বছরের ওই সময়ের তুলনায় হিসাব করা হয়। তবে এক্ষেত্রে মোট আটটি ক্ষেত্রের হিসাব করা হয়। সেগুলো হল বিদ্যুৎ, ইস্পাত, তৈলপরিশোধন, পেট্রোলিয়াম তেল উত্তোলন, কয়লা, সিমেন্ট, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সার। এই আটটি ক্ষেত্রে দেশের মোট শিল্প আয়ের প্রায় ৪০% গুরুত্ব নিয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে খনিজ উৎপাদন এর অবস্থা সব থেকে খারাপ গত জুলাইয়ে (-৭.২%) অর্থাৎ ৭.২% কমেছে গত ২০২৪-এর জুলাই-এর তুলনায়। এইভাবে উৎপাদন বাড়া তো দূরের কথা একেবারে কমে যাওয়ার কারণ অতিবৃষ্টি।

অন্যদিকে উৎপাদন ও কিছুটা বেড়েছে গত জুলাই মাসে, ২০২৪ এর জুলাই এর তুলনায়। অন্য আর এক হিসাবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। এইচ এসবিসি-র পিএমআই পেরিচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স উঠে এসেছে ৫৯.৩-এ এই গত আগস্টে। পিএমআই-৫০ এর ওপরে গেলেই শিল্পোৎপাদনে বৃদ্ধির চিহ্ন। গত ২০২৪-এর আগস্টে যেখানে তা ছিল ৫৭.৫ তা গত আগস্টে উঠে এসেছে ৫৯.৩ এ। এটা ১৭ বছরের মধ্যে উচ্চতম। প্রায় ৪০০ বা ৫০০ চিহ্নিত উৎপাদনকে প্রশ্ন করা হয় তাদের নতুন অর্ডার, উৎপাদন, নতুন নিয়োগের, মাল পৌঁছানোর সময় এবং কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মজুত বৃদ্ধির ব্যাপারে। তাই শিল্পোৎপাদনের পিএমআই বৃদ্ধি আর্থিক গতিকেই সূচিত করছে।

১০০ দিনের কাজে চাহিদা কমছে

এই ১০০ দিনের কাজ বা এনজিএনআরই ডিএ-র চাহিদার পরিমাণ দিয়ে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা বোঝার চেষ্টা করা হয়। কারণ এই পরিকল্পনা কেবল গ্রামের মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী গত আগস্টের (২০২৪) তুলনায় এবারের (২০২৫) আগস্টে ১০০ দিনের কাজের চাহিদা প্রায় ২৫% কমেছে। এটাকে সরকার গ্রামীণ অর্থব্যবস্থায় কাজের সুযোগ বৃদ্ধির কারণে হয়েছে বলেই

তবে খুব একটা আশাবাদী হতে পারছে না অনেক বিশেষজ্ঞ

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন দেশের আয় বৃদ্ধির হার ভাল। অন্যান্য বেশ কিছু সূচক ও আশা জাগাচ্ছে দেশের আর্থিক বিকাশের কিন্তু এর ফল তো নিয়োগের বাজারে পড়বে। তা কিন্তু হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা দেখাচ্ছেন এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ)-এর হিসাব। তাতে দেখা যাচ্ছে সংগঠিত ক্ষেত্রে গত দু'বছর ধরেই নিয়োগের অধোগতি।

তথ্য অনুযায়ী অর্থবর্ষ ২০২২-২৩-এ নতুন নিয়োগ ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার। সেটা পরের অর্থবর্ষ ২০২৪-এ কমে দাঁড়াল ১ কোটি ৩০ লক্ষ ১০ হাজারে। তাই আত্মনির্ভর ভারত রোজগার যোজনা-ক্ষেত্রে ২০২৪ অর্থবর্ষে ২০২৩ অর্থবর্ষের তুলনায় ৫.১% কম নিয়োগ হয়েছে এবং ২০২৫ অর্থবর্ষে তা আরো ১.৩% নীচে নেমেছে।

এখনও মোটর গাড়ি কেনায় তেমন গতি নেই

কারণ গাড়ির বাজারে গত অন্তত-৪ মাস কোনও গতি নেই। কেবল গাড়ি কেনাই নয়, গাড়ি পাটানো কিম্বা ভাল অবস্থা থাকলে আর নতুন গাড়ি না কেনার হিসাবও আছে। বিভিন্ন গাড়ি বিক্রেতারা বিভিন্নরকম কথা বলছেন। এখন নতুন করে শোনা যাচ্ছে বহু ক্রেতা জিএসটি কমার দিকে তাকিয়ে। তাই অক্টোবর থেকে বাজার চাঙ্গা হবে তাই তাঁরা বলে যাচ্ছেন। কেবল গাড়ি শিল্পেই নয় ধাক্কা লেগেছে গাড়ির যন্ত্রাংশ উৎপাদকদেরও। টাটা মোটরস বিক্রি করেছে ৪১ হাজার ১টি গাড়ি যা ৭০ শতাংশ কম গত বছর ওই সময়ে। মাহিন্দার ৩৯ হাজার ৩৯১টি যা ৯ শতাংশ কম। একটি বড় বিষয় হল ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়াতে কোনো ভাল বৃদ্ধি নেই। এর অর্থ হল এখনও বাজারে নতুন বিনিয়োগ তেমন হচ্ছে না।

কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে

প্রথমত ১০০ দিনের কাজের চাহিদা দিয়ে এখন কাজের বাজর পুরো বোঝা যাবে না। কারণ পঞ্চায়েত স্তরে কাজ চাইতে গেলে তা নথিভুক্ত হচ্ছে না বহুক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, প্রথম ত্রৈমাসিকে এত বড় আয় বৃদ্ধির হওয়া সত্ত্বেও সরকার সামগ্রিকভাবে বর্তমান অর্থবর্ষের আয় বৃদ্ধির হারে কোন পরিবর্তন আনে নি। ওই ৫.৩-৬৮ শতাংশই রেখেছে। এর অর্থ আর্থিক অগ্রগতিতে আশঙ্কা যথেষ্ট। তৃতীয়ত, খবর এসেছে ভারতে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ হয়েছে। হয় পুরো বন্ধ বা পরে দেখা যাবে বা হবে তার বেশ কিছুদিন পরে হবে।

যৌথ বাণিজ্য চুক্তি দু'দেশের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে জুড়ে দেবে

জীবনচন্দ্র পাইন

বাজারের অনিশ্চয়তা কিছুটা রোদ করা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প অর্থনৈতিকভাবে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির উপর অতিরিক্ত 50 শতাংশ শুল্ক চাপানোয় যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার কিছুটা কাটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারে জোয়ার আসতে শুরু করেছে। GST কমানো এর অন্যতম কারণ। দু'দফায় 28 শতাংশ এবং 18 শতাংশ GST থেকে 12 এবং 5 শতাংশ নেমে আসায় অর্থনীতি ও শেয়ার বাজার ভালোভাবে নিয়েছে। শুল্কের ধাক্কায় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার যতটা কমবে বলে আশা করা হয়েছিল ততটা GST কমানো দিয়ে পুষিয়ে দিতে পেরেছে। অনুমান তা নামতে পারে 30 – 40 বেসিস পয়েন্ট। এমনকি মূল্যায়ণ সংস্থা '(FITCH) ফিজ' সম্ভাব্য আর্থিক বৃদ্ধি 6.5 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 6.9 শতাংশ করেছে। এতে আর্থিক সংস্থা ও শেয়ার বাজার খুশি। এটা আরও বেশি বোঝা যাবে 22 সেপ্টেম্বর নতুন হারে GST চালু হলে।

আরও একটা ইতিবাচক দিক হল, গত 15ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত সহকারি বাণিজ্য প্রতিনিধি 'ব্রান্ডেড লিঞ্চ' (Branded linch) এর নেতৃত্বে একটি দল ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেজ আগরওয়ালের নেতৃত্বে একটি দলের সাথে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ষষ্ঠ দফার বৈঠক করে। 50% অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর পর এটাই প্রথম বৈঠক।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ আমেরিকার শীর্ষে ব্যাঙ্ক (ফেডারেল রিজার্ভ) 25 বেসিস পয়েন্ট সুদ কমিয়েছে। যার ইতিবাচক প্রভাব আমেরিকা সহ সারা বিশ্বের বাজারে পড়েছে।

মোটামুটি একটা আর্থিক ও ভূ রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হল। পরিস্থিতির উপর নজর রেখে বাজারের গতিব্যথা বুঝে কাজ করতে হবে। নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল।

ডোমস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (Doms Industries Ltd) : Stationars goods-এর এক বৃহৎ সম্ভার যা সারা পৃথিবী ব্যপি বিস্তৃত, ভালো ব্র্যান্ড (Brand) এবং অনুভবি প্রোমোটার এই কোম্পানির। পুস্তক এবং নোটবুক এর উপর GST 18% থেকে 0% হয়ে গেছে। পেন্সিল, শার্পনার, কেরয়ান, গ্লোব ইত্যাদির ওপর থেকে GST 18% থেকে 0% হয়ে গেছে। এই কোম্পানির আর্থিক উন্নতির ভালো ট্রাকে রেকর্ড আছে। 2026 -এর জন্য কোম্পানির ব্যবসায়িক কৌশল একটু অন্যরকম হবে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড RILA এর সাথে এর tie-up হেতু আন্তর্জাতিক বাজারে এর কদর বাড়বে। GST-কমে যাওয়ায় আগামী বছর গুলোতে আয় ও মুনাফা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। মুনাফা 41% বৃদ্ধি পেয়েছে গত বছরে। 18 – 20% আয় বৃদ্ধি পাবে আগামী দিনে। EBITA মার্জিন 16–% – 17–% বৃদ্ধি পেতে পারে আগামীদিনে। বর্তমান দাম 2792 -এর কাছাকাছি। স্বল্পমেয়াদে (1 – 2 বছর) 3500 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। মধ্যমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে এই শেয়ারে বিনিয়োগে ভালো মুনাফা পেতে পারেন। আর যারা Risk কম নিতে পছন্দ করেন তারা এই শেয়ারে প্রতি সংশোধনে বিনিয়োগ করতে পারেন SIP ধারায়।

জ্যাকসান পাল ফার্মা (Jagsonpal Pharma) : 1964 সালের কোম্পানি। রাজপাল কোচার এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। বড় বড় নামজাদা ভারতীয় বিনিয়োগকারী এই কোম্পানীর শেয়ারে ঢুকে আছে। 2022 সালে মরিসাসের একটি বড় আর্থিক বিনিয়োগকারী সংস্থা এই কোম্পানিতে বড় আকারে বিনিয়োগ করেছে। কোম্পানির পেডিগ্রি খুব পুরনো এবং ভালো। 'গাইনোকোলজি' এবং 'অর্থপেডিক'-এর বিশ্বমানের বিভিন্ন ওষুধ এরা তৈরি করে। Women's basis health care needs এরা দেখে। In-organic drug-এর উৎপাদন এবং ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে। বড় 'Infrastructure' এর ম্যানেজমেন্ট। প্রোমোটারদের হোল্ডিংও বেশ মজবুত। 1600 – 1700 কোটি টাকার বাজার মূলধন (Market Capital)। বড় মার্জিনে এরা কাজ করে। 23 – 24% Return on Capital। বড় মার্চিনে এরা কাজ করে। 23 – 24% Return on Capital। 1% divident yield । গত 3 বছর ধরে প্রায় 30% মুনাফা করছে ধারাবাহিকভাবে। জুন 2024-এর ত্রৈমাসিকে 10 কোটি operating profit থেকে 14 কোটিতে উন্নীত হয়েছে। শেয়ারের বর্তমান দাম 243 – 244 টাকা। স্বল্পমেয়াদে 300 টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। মধ্যমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে এই শেয়ারে বিনিয়োগ ভাবনা রাখলে প্রভূত লাভবান হবেন। তবে বাজার সংশোধনে SIP তে এই শেয়ার গড় আকারে বিনিয়োগ করতে পারেন।

উপরিউক্ত শেয়ার এর খবর ছাড়াও yes bank -এর বেশ কিছু ভালো খবর আসছে। গত লেখায় একটা ভালো খবর দিয়েছিলাম, বিদেশী পুঁজি (জাপান) yes bank-এর স্টেক কিনছে। কেন্দ্রের সরকার Long tern Capital gains-এ ছাড় দিচ্ছে। 13,483 কোটি টাকার অংশীদারী বিক্রির জন্য যে 12.5% দিতে হত তা দিতে হবে না। ফলে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। শেয়ারের দামে ঝলক এসেছে। 21.70 টাকা পর্যন্ত গেল। যারা ধরে আছেন রাখুন। আর যারা SIP করছেন তারা কবে যাবেন। দামে আরও ঝলক বাকি আছে।

কমোডিটি : আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা-রূপোর দাম ক্রমশ উপরের দিকে যাচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি। টাকার দাম পড়ে যাওয়া এবং শিল্পক্ষেত্রে (Industrial Demand) চাহিদা বেড়ে যাওয়া রূপো 1,30,000 টাকার কাছে চলে গেল। 1,22,000 টাকার কাছে একবার সংশোধন হলে গিয়ে খেলার কথা ভাবুন। 42 ডলারের উফর রূপো চললে 45 – 47 পর্যন্ত পেতে পারে। সোনাও নিচে আসলে কিনে ফেলুন। 5400 টাকার কাছে এলে ক্রুড ওয়েল নিয়ে খেলার কথা ভাববেন। ক্রুড ওয়েল এমনিতে একটু নরম আছে। NG (Natural Gas) 255 থেকে 270 টাকার মধ্যে খেলছে। 260 টাকার নিচে গেলে নেবার কথা ভাববেন। লম্বা দেখার কথা না ভেবে অল্প অল্প করে মুনাফা ঘরে তুলুন।

আজ এই পর্যন্ত। আগামীতে আবার খবরের ডালি নিয়ে দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবন চন্দ্র পাইন ৯৮৭৫৫ ৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১ ৩৬১৯৮।

নেপালে পরের ছবিটা কেমন হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি- তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক রূপান্তর আমাদের হাতের নাগালে এনে দিয়েছে নতুন সমাজ মাধ্যম। এই নতুন মাধ্যমগুলো দু-মুখো সাপ। যে দিকেই থাকুন না কেন, আপনাকে দংশন করবেই। একদিকে মুক্ত হাওয়া আর মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নতুন রাস্তা। আবার অন্যদিকে, এই নতুন নতুন মাধ্যমগুলো ঘটতে থাকা সমস্যাগুলোকে আরও প্রসারিত করতে সাহায্য করে। যে সমস্যা ছিল অন্ধকারে হঠাৎ সেটা চলে আসে চোখের সামনে। ভালো এবং মন্দ উভয়ই রয়েছে।

ইদানিং বৈভব ও মর্যাদা প্রকাশের যুগে নেতা-মন্ত্রী এবং বহুবিধ উচ্চ প্রতিষ্ঠিত মানুষের ছেলেমেয়েরা সমাজমাধ্যমে নিজেদের কেতা জাহির করতে ব্যস্ত। কিন্তু এই প্রচারের ফলে অন্যপ্রান্তে থাকা দৈন্যতায় জর্জরিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি হচ্ছে মাত্রাহীন অসাম্য। নেপালে যা ঘটল। আবার বাংলাদেশে ২০২৪-এর জনরোষ দেখে স্বতঃস্ফূর্ত মনে হলে বাস্তবে তা ছিল না। এটা একটা দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল। নেপালের সাম্প্রতিক ঘটনা তেমনই কি না তাঁর জবাব দেবে সময়।

তিন কোটি মানুষের দেশ নেপাল। বিগত কয়েক দশক ধরে নেপালের ওপর দিয়ে অনেক রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেছে। ১৯৫০ সালে রাজশাহির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৯০ এর শুরুতে সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন, ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ মাওবাদীদের লড়াই, ২০১৫ তে ভূমিকম্প। এপরই চলতি বছরে ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর নেপালে যা ঘটল, তা বিরল। নেপালের যুবসমাজ 'জেন-জি' নাম দিয়ে চালালো ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। আকস্মিক এই আক্রমণের আঁচ আগে থেকে কেউই বুঝে উঠতে পারে নি। প্রারম্ভিক হিসাবে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। ভবিষ্যতে এগুলিকে গড়ে তোলা নেপালের মতো একটি দেশের পক্ষেপ্রায় অসম্ভব।

এবার যারা রাস্তায় নেমে নেপালে আন্দোলন করেছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশই কর্মহীন বলে একটি পরিসংখ্যানের তথ্য। পাশাপাশি, প্রায় ৩০ লক্ষ নেপালি বংশোদ্ভূত মানুষ ভারতে কর্মরত। পৃথিবীর অন্য জায়গায় আরও ৩০ লক্ষ নেপালি ভাষাভাষির মানুষ থাকেন। নেপালের জাতীয় আয়ের ১/৩ ভাগ আসে এই প্রবাসী নেপালিদের আয় থেকে। এই হিসেবই বলে দিচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার গরীব দেশগুলোর মধ্যে নেপাল অন্যতম। এই পরিস্থিতিতে রোজগারের দাবিতে এবং নিজেদের সামাজিক নিরাপত্তাও সামাজিক সুরক্ষার তাগিদে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই জেন জি-র লাগাতার অসন্তোষের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর দেয় নি শাসকরা। পুলিশ দিয়ে এসব দমন করা যায় না।

এই জেনজি-র মতো ক্ষোভ অনেক দেশেই সংঘটিত হচ্ছে। বিদ্রোহীরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। এই প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। একটি দেশ গড়ে ওঠে পরিশ্রম, ব্যয়ের মাধ্যমে। এক লহমায় তাঁকে ধ্বংস করলে দেশের এবং বিদেশের মানুষের হাততালি প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু যারা প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেললেন তাঁদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে কি বিকল্প ব্যবস্থা অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার? এই ভাঙা গড়ার খেলা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক ঘটেছে। ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের কথা সকলেরই জানা। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত কোনও উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। নেপালে এই আক্রমণে সবকিছুই নড়বড়ে হয়ে গেছে, আভিজাত তন্ত্রকেও মানুষ চিনে নিয়েছে।

প্রিয় সম্পাদক

এই দায় কার

প্রকৃতির অন্তরের জেরে বিপর্যস্ত দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। গত আগস্ট মাসে হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে উত্তরকাশী জেলার ধারালী গ্রাম। এই বিপর্যয়ের ফলে ধারালী ও হরমিলের মাঝে তৈরি হয়েছে এক কৃত্রিম হ্রদ। ১৫ সেপ্টেম্বর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দেরাদুনে। ২০২৪ সালে হড়পা বান হয়েছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশে। জম্মু ও কাশ্মীরেও একই ঘটনা ঘটেছে। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস, পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন চলছে। পরিবেশবিদদের মতে, যত্রতত্র নির্মাণ কাজ চলছে। মানুষই এই বিপদের জন্য দায়ি। পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র ধাক্কা খাচ্ছে। একদিকে সভ্যতার গর্ব অন্যদিকে প্রকৃতির রুদ্ররূপে বিনষ্ট হচ্ছে মানুষের প্রাণ ও সম্পদ। অবিলম্বে এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে ভাবতে হচ্ছে।

অলক রায়, খড়দহ

ফ্লেক্সে ঢাকা শহর

পুজো এসে গেছে। বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ মহোৎসবকে ঘিরে দেশের প্রতিটি শহরই ঢাকছে ফ্লেক্সে। পুজোর প্রাঙ্গন থেকে শুরু করে রাস্তার দু'পাশে সর্বত্র ব্যবসায়িক সংস্থা পুজো উদ্যোক্তাদের ফ্লেক্স গা ঘেঁষিয়ে শোভা পাচ্ছে। গাছে পেরেক পুতে টাঙানো হচ্ছে ফ্লেক্স। এর ফলে ওইসব গাছে পাখিদেরও জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তীব্র আলো, শব্দ দূষণ সব মিলিয়ে পরিবেশের স্বাভাবিকত্ব ব্যাহত হবে। এবার পুজোর পরে দিনের পর দিন এই ফ্লেক্সগুলো বর্জ্য হিসেবে পড়ে থেকে এলাকায় দূষণ সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কোন প্রচেষ্টাই চোখে পড়ে না। আমার দাবি আগামীদিনে পুজো হোক সত্যিকারের অর্থে প্রকৃতিকে বাঁচানোর পুজো।

দেবাশীষ দাস, বর্ধমান

থিমের রমরমা

সাবেকিয়ানা হারিয়ে এখন সর্বজনীন বারোয়ারি পূজা মানেই থিম। বিষয় নির্বাচন, প্রস্তুতি এবং তদনুযায়ী কাজকর্ম শুরু করা এখন গোটা বছর ধরেই চলে। দর্শনার্থীরা মাত্র পুজোর কটাদিন সেগুলো দেখতে পান। মাতৃ আরাধনায় নিষ্ঠা ভক্তি এখন ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। মুখ্য হয়ে উঠছে থিম। বিনোদনের গুরুত্বটাই

অপরিসীম। আগে ছিল দুর্গাপুজো এখন সেটা হয়েছে দুর্গোৎসব। থিম ছাড়া পুজো যেন ম্যাড়মেড়ে। এই থিম পুজোয় শিল্প এবং শিল্পী সকলেরই একটা আয় আসছে। আর মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঠাসা ভিড়ে স্মার্টফোনে সেলফি তোলার হিড়িক। পুজোর পবিত্রতাটা আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

কৌশির রায়, ঝিড়া

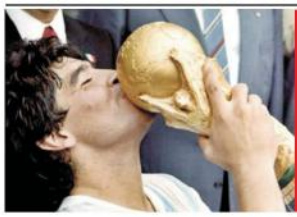

স্টেডিয়াম

অনায়াসেই চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কা

ট্রফি হাতে আরিনা সাবালেঙ্কার

নিউইয়র্ক- ভাগ্যটা সাধ দিচ্ছিল না। বারবার ফাইনালে উঠেও ট্রফি জেতা হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয় ওপেনের ফাইনালে ওঠে হেরেছেন। ফরাসি ওপেনেও তাই. উইম্বলডনে সেমিফাইনালে হারতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে মরসুমের অন্তিম গ্র্যান্ডস্ল্যামে মোক্ষলাভ হল আরিনা সাবালেঙ্কার। উইম্বলডনে যাঁর কাছে হারতে হয়েছিল আমেরিকার সেই আমান্ডা আনিসিমোভাকে মাত্র দেড় ঘণ্টাতে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যাম হাতে তুললেন বেলারুশের তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা। আর্থার অ্যাল স্টেডিয়ামের নীল কোর্টে হাঁটু মুড়ে বসে আবেগে মুখ ঢেকে ফেললেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দাশ্রু সামলাতে এবার আরিনা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলেন, এবারের ম্যাচে কিছুতো হার মানবেন না। আরিনা সাবালেঙ্কার মাথায় এখন টেনিস সাম্রাজ্যের বিজয়ীর মুকুট।

এশিয়া কাপ জিতল ভারত, সরাসরি বিশ্বকাপে

জয়ের পর উৎফুল্ল খেলোয়াড়রা

রাজগীর- এশিয়া কাপ হকিতে ৭ সেপ্টেম্বর বিহারের রাজগীরে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারাল ভারত। পরের বারের বিশ্বকাপ হকিতে সরাসরি চলে গেল ভারত। জোড়া গোল করেছেন দিলপ্রীত সিংহ। বাকি দুটি গোল করেন সুখজিৎ সিংহ ও অমিত রোহিদাস। আট বছর পর ভারত চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেল। এই প্রতিযোগিতায় অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন ভারতের সুখজিৎ সিংহ, দিলপ্রীত সিংহ এবং শিলানন্দ লাকরারা। সম্পূর্ণ অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। মাত্র একদিন আগে চিনকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল ভারতীয় খেলোয়াড়রা। কোরিয়ার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- কাফা নেশনস কাপে শক্তিশালী ওমানকে হারিয়ে অর্থাৎ ব্রোঞ্জ পেল ভারত। অনেক প্রতিকূলতা পার করে এক ঝাঁক তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে ভালো খেলেও শেষ পর্যন্ত ইরানের কাছে হারে। ফিফা তালিকায় ১৩৩ তম স্থানে থাকা ভারতকে গুরুত্ব দিতে চায়নি।

বালঁ দ্যর জয়ী দেম্বেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি- উসমান দেম্বেলের সফল হল স্বপ্ন। লামিলে ইয়ামালকে টপকে বাল দ্যঁর জিতলেন প্যারিস সঁ জরমঁ তারকা দেম্বেলে। পুরস্কার

হাতে নিয়ে আবেগে কেঁদে ফেললেন। মহিলাদের মধ্যে বালঁ দ্য জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন স্পেনের আইতানা বোনমতি। গত মরসুমে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন দেম্বেলে।

বিশ্বরেকর্ড গড়ল ইংল্যান্ড

সাদাম্পটন- দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ হারলেও শেষ ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখলেন জোরুট, জেকব বেথেল, জর্ফ আর্চার। একদিনের ক্রিকেটে রানের বিচারে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের বিশ্বরেকর্ড গড়ল ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাঁরা হারালেন ৩৪২ রানে। প্রথম ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড করে পাঁচ উইকেটে ৪১৪ রান, দক্ষিণ আফ্রিকা ৭২ রানে অল আউট হয়ে যায়। ম্যাচের সেরা পুরস্কার পান জো রুট।

ঝড় তুললেন রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি- ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্যে শুরুটা দারুণভাবে করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে তাঁর জোড়া গোলের সাহায্যে আর্মেনিয়াকে ৫-০ গোলে হারাল পর্তুগাল। সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে ফের নিজের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন

রোনাল্ডো

রেকর্ড গড়লেন রোনাল্ডো। তাঁর সব রয়েছে কিন্তু বিশ্বকাপের ট্রফি ক্যাবিনেটে নেই। যা আছে লিয়োনেল মেসির। আগামীবছর হয়ত রোনাল্ডোর হাতে শেষ সুযোগ।

ইস্টবেঙ্গলের বিরল সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি- পরপর দু'বার এবং মোট তিনবার কলকাতা লিগ জয়ের সম্মান অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলকে গত মরসুমের লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে আই এফ এ। ২০ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর ২২ সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ২-১ হারিয়ে জোড়া লিগ জয়ের খেতাব অর্জন করল। এই নিয়ে মোট তিনবার লিগ জয় করল তারা। এই জয়ের খেতাবে সুবাদে ইউরোপ ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গলের স্থান তৃতীয়। শারদীয়া উৎসবের আগে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক এবং কর্মকর্তারা স্বভাবতই উৎফুল্ল।

প্রয়াত আম্পায়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি- জনপ্রিয় ক্রিকেট আম্পায়ার ডি কি বার্ড প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৯২। তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব। ১৯৩৩ সালে তাঁর জন্ম। প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান ছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত টেস্ট এবং ওয়ান ডে মিলিয়ে ১৪০টি খেলায় তিনি আম্পায়ারিং করেছেন।

ভারতীয় তিরন্দাজদের অভূতপূর্ব সাফল্য

জয়ের পর ভারতীয় তিরন্দাজ দল

গুয়াংঝৌ, দক্ষিণ কোরিয়া- বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে নজির সৃষ্টি করল ভারতের পুরুষ তিরন্দাজি দল। দক্ষিণ কোরিয়ার গুয়াংঝৌকে ভারতের পুরুষ কম্পাউন্ড তিরন্দাজদল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার সোনা জিতল। এই দলটি হারায় ফ্রান্সকে। ফ্রান্স ১৯৯৫ সালে সোনা জিতেছিল। ভারতীয় দল দ্বিতীয় রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে জেতে। সোনা জয়ের পাশাপাশি দ্বিতীয় পদক পেয়েছেন ঋষভ। ভারতীয় তিরন্দাজটির এই জয়ের পেছনে ঘরোয়া কাঠামোকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ। কোচ জিয়নজিৎ সিংহ তেজা বলেছেন আগে জাতীয় দলে সুযোগ পেতে হলে ৩৬০-এর মধ্যে ৩৫০-৩৪৫ পয়েন্ট পেলেই হয়ে যেত। এখনকার তরুণ প্রজন্ম হামেশাই ৩৫০-৩৫৫ পয়েন্ট তুলছে।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জয়ী আলকারাস

ওয়াশিংটন- মাত্র দু'বছর হল বিশ্ব টেনিসে দাপটের সঙ্গে খেলছে ইয়ানিক সিনার এবং কার্লোস আলকারাস। এই বছরেই তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে এই দুজনের লড়াই হয়েছে। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে চার সেটের লড়াইয়ে প্রায় একতরফা জিতে চ্যাম্পিয়ন হলেন আলকারাস। পুনরুদ্ধার করলেন তাঁর সিংহাসন। কোর্টে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রত্যেকটি সেটে জিতে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন আলকারাস। প্রথম থেকেই অসম্ভব দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। চ্যাম্পিয়ন হয়ে আলকারাস বলেছেন, 'কেরিয়ারের সেরা প্রতিযোগিতা খেললাম। আরও কয়েক বছর আমার এই ফর্মটা ধরে রাখতে চাই।' সিনার বলেছেন, 'যোগ্য হিসেবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আলকারাস।'

বিশ্ব বক্সিংয়ে জোড়া সোনা ভারতের

লিভারপুল- বিশ্ব বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় মহিলারা ইতিহাস গড়লেন। ৫৭ কেজি বিভাগে এবং ৪৮ কেজি বিভাগে যথাক্রমে সোনা জিতলেন ভারতের জেসমিন লাম্বোরিয়া এবং মীনাক্ষি হুডা। আরও দুই মহিলা বক্সার পদক জিতেছেন। হেভিওয়েট বিভাগে রূপো পেয়েছেন নুপুর শেওরান এবং ৮০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন পূজা রানি। জেসমিন প্রায় একতরফা লড়াইয়ে হারিয়েছেন পোল্যান্ডের জুলিয়া জেরেসেতাকে। গতবছর জুলিয়া প্যারিস অলিম্পিক্সে রূপো জিতেছিলেন। জেসমিনের পরিবার অনেক আগে থেকেই বক্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে অটোচালক মীনাক্ষী সকলের নজর কেড়েছেন। তিনি হারিয়েছেন আরেক অলিম্পিক্স পদকজয়ী কাজাখস্তানের নাজিম কিজাইবেকে।

ভারত হেলায় হারাল পাকিস্তানকে

দুবাই- জন্মদিনের দিন এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে একতরফা হারাল ভারত। দ্বিতীয় সাক্ষাতে দ্বিতীয়বার ২১ সেপ্টেম্বর ফের পাকিস্তান হারল ভারতের কাছে। ছ' উইকেটে জিতল ভারত। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অভিষেক শর্মা। এবার অভিষেক এবং শুভমন গিল মিলে ৮.৪ ওভারে ১০০ রান তুলে দিল। সুপার ফোরের এই দ্বিতীয় খেলাটাতেও শেষ হাসি হাসল ভারত। পাকিস্তানের ১৭১ রান তাড়া করে চার উইকেট হারিয়ে সাত বল বাকি থাকতে ভারত ম্যাচ জিতে নিল। ম্যাচের শেষে পুরস্কার নিতে এসে সূর্যকুমার এই জয়কে উৎসর্গ করলেন ভারতীয় সেনাকে। আবার পহেলগামে নিহত পরিবারদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন। ২০ ওভারের এই ম্যাচে পাকিস্তান ৯ উইকেট হারিয়ে করেছে ১২৯ রান। ভারত তিন উইকেট হারিয়ে ১৫.৫ ওভারে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। লক্ষণীয় টসের সময় সূর্যকুমার পাকিস্তানের অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দনও করেন নি। ম্যাচের সেরা হয়েছেন কুলদীপ যাদব।

সেরাম শারদ বরণ ২০২৫-এ অংশগ্রহণকারীদের পূজোর কয়েক ঝলক

উন্নয়নী সংঘের পুজো

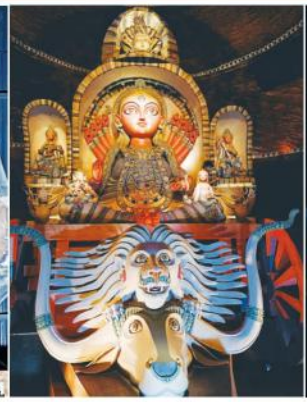
বাঘাযতীন তরুণ সংঘের প্রতিমা

সেরাম শারদবরণ ২০২৫ কলকাতা দক্ষিণের টিম

সল্টলেক এফ ডি ব্লকের দুর্গাপূজা

দক্ষিণ দাড়ির দুর্গা প্রতিমা

নলিন সরকার স্ট্রিটের পুজো

উল্টোডাঙ্গা সংগ্রামীর নিবেদন

হাওড়া উত্তর ব্যাঁটরার পুজো

৭৪ পল্লীর আয়োজন

কুমোরটুলিতে বস্ত্র বিতরণ

সেরাম শারদবরণ ২০২৫ হাওড়ার টিম

সুরুচি সংঘের নিবেদন

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) সন্দীপ মিল, ৩) শীলা নন্দী, ৪) শৈলেন পাল, ৫) মালঞ্চ সাহা, ৬) রুবী মণ্ডল, ৭) এস এস চন্দ্র, ৮) গোপাল সাহা, ৯) সুদীপা কর্মকার, ১০) বিবেকানন্দ ঘোষ, ১১) অশোক পাল, ১২) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১৪) সুকোমল দে, ১৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৬) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৭) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৮) নবনীতা পাল, ১৯) রণিতা মিত্র, ২০) কুহু চ্যাটার্জি, ২১) দেবশঙ্কর নন্দী, ২২) অদিতি বসু, ২৩) মিতালি পাল, ২৪) দেব পাল, ২৫) সৌমিত্র বসু, ২৬) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৭) আবীর চ্যাটার্জি, ২৮) সঞ্জয় সাহা, ২৯) আশীষ ভট্টাচার্য্য ৩০) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৩১) সেখ নাজিবুর রহমান, ৩২) তৃষা বসু, ৩৩) ঝর্ণা সাহা, ৩৪) অনুরাধা মণ্ডল, ৩৫) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৬) রেবা রায়, ৩৭) বৈজন্তী নন্দন, ৩৮) ইন্দ্রনীল ঘোষ, ৩৯) কণিকা বিশ্বাস, ৪০) সুনীতা মিত্র, ৪১) সীমা সাহা, ৪২) ঝুমা দে, ৪৩) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৪৪) স্বপন দে, ৪৫) অনিতা শর্মা, ৪৬) সোনাই সরকার, ৪৭) জয়দেব দে, ৪৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৪৯) অবন্তী পাল, ৫০) লীলাবতী মল্লিক, ৫১) রুমা চ্যাটার্জি, ৫২) কেয়া ঘোষ, ৫৩) সুরজিৎ দত্ত, ৫৪) মুনমুন হোড়, ৫৫) দিলীপ হোড়, ৫৬) সোমা দত্ত, ৫৭) রামপ্রসাদ সোম, ৫৮) শুচিস্মিতা সোম, ৫৯) সাগর দত্ত, ৬০) সৌমিল সরকার, ৬১) নীলিমা বর্মণ, ৬২) রজত বোস, ৬৩) পঙ্কজ গুপ্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.